নাস্তিক প্রবীর ঘোষকে ওপেন চ্যালেঞ্জ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

নাস্তিক প্রবীর ঘোষকে ওপেন চ্যালেঞ্জ

প্রবীর ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত নাস্তিক এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি । তিনি 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' নাম দিয়ে স্রষ্টার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন । এবং গ্রন্থটি প্রকাশ করে দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে । এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে এবং পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্কারণ হয় ডিসেম্বর মাসের ২০১২ সালে ।

এই গ্রন্থে প্রবীর ঘোষ ইসলাম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং ফালতু কথা লিখে পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন । সেইজন্য আমি এই অনুচ্ছেদে নাস্তিক বা তথাকথিত যুক্তবাদী প্রবীর ঘোষকে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ করছি । যদি হিম্মত থাকে এবং সে যদি প্রকৃতপক্ষেই বাপের বেটা হয় তাহলে সে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক এবং প্রকাশ্যে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হোক । এই চ্যালেঞ্জ নিচে দেওয়া হল ঃ

১) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, "ইসলামে ও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন পৃথিবীর আদি মানুষ আদমের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে । ঈশ্বর বিশ্বব্রম্ভান্ড সৃষ্টি করার পর একজোড়া করে প্রাণী তৈরী করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন । আদমের জন্মও একইভাবে ।" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৪০)

এখানে প্রবীর ঘোষ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলামেও বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । অথচ ইসলামে কোথাও বলা হয়নি যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । এটা প্রবীর ঘোষের মনগড়া বানানো কথা । যদি তা না হয় তাহলে প্রবীর ঘোষ প্রমাণ করুন যে কুরআন শরীফ বা সহীহ হাদীসে কোথায় লেখা আছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল । কিয়ামত পর্যন্ত প্রবীর ঘোষ প্রমাণ করতে পারবেন না ।

২) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, ‘‘খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন ১,২৪,০০০ । এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভুখন্ডে । কেন শুধু আরবে ? আরবেই কি শুধু পাপীদের বাস ছিল ? নাকি অন্য সব মনুষ্যজাতি ছিল না ?’’ (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৪১)

এই কথাটিও প্রবীর ঘোষের সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যা কথা । ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফে কোথাও বলা হয়নি যে ১,২৪,০০০ পয়গম্বর শুধু আরবেই জন্মেছেন, অন্য কোন দেশে জন্মাননি । প্রবীর ঘোষ যা বলেছেন তার বিপরীত কথাই কুরআন শরীফে লেখা আছে ।

কুরআন শরীফে লেখা আছে, ‘‘আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন রসুল রয়েছে । যখন তাদের কাছে তাদের রসুল আছে, তখন তাদের ওপর আর অত্যাচার হয়না ।’’ (পারা ১১, সুরা ১০, সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘‘আর তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসুল প্রেরণ করেছি; অর্থসংকট ও দুঃখদারিদ্র পীড়িত করেছে যাতে তারা বিনীত হয় ।’’ (পারা ৭, সুরা ৬, সুরা আল আন্‌’আম,)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘‘আমি কোন রসুলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী ছাড়া প্রেরণ করিনি; যাতে সে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময় ।’’ (পারা ১৩, সুরা ১৩, সুরা ইব্রাহীম)

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘‘আমি তোমার পূর্বে অবশ্য পূর্ব সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম । আর তাদের কাছে এমন কোন রসুল

আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত ।” (পারা ১৪, সুরা ১৫, সুরা আল হিজর)

কুরআন শরীফের উপরিউক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে অথচ প্রবীর ঘোষ বলছেন যে “খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে আদমের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য পয়গম্বর জন্মেছেন ১,২৪,০০০ । এবং এঁরা প্রায় সকলেই জন্মালেন আরব ভুখন্ডে । কেন শুধু আরবে ? আরবেই কি শুধু পাপীদের বাস ছিল ? নাকি অন্য সব মনুষ্যজাতি ছিল না ?”

এখন আমার প্রবীর ঘোষকে চ্যালেঞ্জ যে তিনি কুরআন শরীফের একটি আয়াত বা একটি সহীহ হাদীস দেখিয়ে দিন যে সেখানে বলা হয়েছে পয়গম্বরগণ শুধু আরবেই জন্মেছেন । তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা প্রমাণ করতে পারবেন না ।

৩) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, “মদিনা আসার পর মোহাম্মদ জঙ্গিবাহিনী গড়ে তুলতে মন দেন । কারণ বুঝেছিলেন, দ্রুত শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে শক্তি প্রয়োগই সেরা পথ । কিন্তু চাইলেই তো আর সেনা বাড়ানো যায় না ! তখন তিনি ভয়ঙ্কর একটা লোভের হাতছানি দিলেন গরিব ও দুর্ধর্ষ মরুবাসীদের উদ্দেশ্যে । তিনি বললেন, ‘জিহাদ’ বা ধর্মযুদ্ধ হল অ-ইসলামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, সবই কোরআনেও স্থান পেয়েছে ।” (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এখানে প্রবীর ঘোষ যা কিছু লিখেছেন তার একটাও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত নয় । তিনি কেবল জাতিগত বিদ্বেষের কারণে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বিষোদগরণ করেছেন ।

প্রবীর ঘোষ যদি বাপের বেটা হন, তিনি যদি পিতার অবৈধ সন্তান না হন তাহলে তিনি প্রমাণ করুন যে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) জঙ্গিবাহিনী গঠন

করেছিলেন । তবে আমরা জানি প্রবীর ঘোষ যে যুক্তিবাদী সমিতি গঠন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম জঙ্গি সংগঠন । নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজানো । একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা ।

৪) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, ‘‘কোরআন - এর সুরা ও আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা ২:২৯৩, ৯:৫, ২৯:৭৩ অনুসারে পৃথিবীর সব মানুষকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ‘মুসলমান’ এবং ‘অমুসলমান’ । এবং আরও বলা হয়েছে, অমুসলমানরা যতদিন না ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে । তাদের সম্পদ লুট করতে হবে ।

আরও বলা হয়েছে, এই যুদ্ধে কোনও মুসলিম শহীদ হলে সে শহীদ হওয়ার পরই বেহেস্তে অর্থাৎ স্বর্গে যাবে । কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না । সেখানে সর্বোত্তম খাবার, মদ ও অসাধারণ সুন্দরী কুমারী যুবতী ও সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে ।....লুটের মালকে ভোগ করার অধিকার কোরআন দিয়েছে জেহাদী লুটেরাদের । (কোরআন ৮:৬৯) কোরআন - এর ২৩:৫, ৬ তে বলা হয়েছে বন্দি রমনীদের সঙ্গে অবাধে যখন ইচ্ছা সঙ্গম করা যাবে ।’’ (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ৭৩)

এখানেও প্রবীর ঘোষ ইসলাম সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন । প্রবীর ঘোষ যা লিখেছেন তা তিনি হুবহু কোনদিল প্রমাণ করতে পারবেন না । আর তিনি যে বলেছেন স্বর্গে অর্থাৎ জান্নাতে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে এটা প্রবীর ঘোষের মনগড়া কথা । তিনি নিজে হয়তো সমকামিতার জন্য সুন্দর কিশোরের আকাঙ্খা করতে পারেন কিন্তু কুরআন শরীফের কোথাও এরকম বলা নেই ‘যে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে’ ।

আর প্রবীর ঘোষ উপরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ২৯:৭৩ অর্থাৎ সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত অথচ আনকাবুতের ৭৩টি আয়াতই নেই ।

৬৯ আয়াতেই সুরা আনকাবুত শেষ তাহলে প্রবীর ঘোষ সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত পেলেন কোথা থেকে ? এটা প্রবীর ঘোষের জালিয়াতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

প্রবীর ঘোষ যদি মনে করেন যে তিনি সত্য কথা লিখেছেন তাহলে তিনি প্রমাণ করুন কোথায় কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে 'যে সমকামীতার জন্য সুন্দর কিশোর থাকবে' এবং কোথায় নিরপরাধ অমুসলমানদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? এবং কোথায় কুরআন শরীফে সুরা আনকাবুতের ৭৩ নং আয়াত রয়েছে ? তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন না ।

আর প্রবীর ঘোষ যে বলেছেন, "কোরআন - এর ২৩:৫, ৬ তে বলা হয়েছে বন্দি রমনীদের সঙ্গে অবাধে যখন ইচ্ছা সঙ্গম করা যাবে ।" এই কথা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারবেন না । কুরআন শরীফের যে উদ্ধৃতি প্রবীর ঘোষ দিয়েছেন সেখানে এই কথা লেখাই নেই । আর লুটের মালকে কুরআনে কোথাও বলা হয়নি যে তা জিহাদীদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে । এসব কথাই প্রবীর ঘোষের মনগড়া বানোয়াট কথা ।

৫) প্রবীর ঘোষ লিখেছেন, "রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামে মনোবিজ্ঞানের এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ইত্যাদি বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করে ।...........এই ধরণের মিসটিক ফেনোমেনার (Mystic Phenomena) কেউ কেউ অসংলগ্ন কথা বলে, কারও বা মুখ থেকে এই সময় স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে বেরিয়ে আসে কবিতার ছন্দে নানা ধর্মীয় উপদেশ, কেউ কেউ মনে করেন পরমপিতা আল্লাহ বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে । যদিও মনোরোগ চিকিৎসকরা একটিমাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে সাধারণত পৌঁছতে চান না, তবুও তাঁদের অনেকেই মনে করেন -

যিশু হযরত মোহাম্মদ, চৈতন্যদেব ছিলেন 'রিলিজিয়াস মিসটিক' বৈশিষ্টের অধিকারী।" (আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, পৃষ্ঠা - ১১১)

এখানে প্রবীর ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে যীশু খ্রীষ্ট বা হযরত ইসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রিলিজিয়াস মিসটিক (Religious Mystic) নামক একধরণের রোগের শিকার ছিলেন। কি জঘন্য মিথ্যাচার ! মহানবী (সাঃ) ও যীশু খ্রীষ্ট কোন মানসিক রোগের শিকার ছিলেন না এটা আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি।

আমার তরফ থেকে প্রবীর ঘোষ এবং তাঁর যুক্তিবাদী সমিতিকে ওপেন চ্যালেঞ্জ রইল আমি যে এই পাঁচটি পয়েন্টে প্রবীর ঘোষ নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করে দিন। এর জন্য যদি বিতর্কসভার আয়োজন করতেও হয় তাহলেও আমরা প্রস্তুত আছি। আছে প্রবীর ঘোষের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত। আছে তার বুকের পাটা ? আমরা জনি প্রবীর ঘোষ বই পুস্তক লিখে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে কি কিন্তু সে খোলাখুলিভাবে আমাদের সম্মুখীন হবে না। সে বিষপান করে আত্মহত্যা করে মরে যাবে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাবে, রেল লাইনে কাটা পড়তে প্রস্তুত থাকবে কিন্তু আমি যে চ্যালেঞ্জ করেছি তার জবাব সে কিয়ামত পর্যন্ত দিতে পারবে না।

পাঠকগণ অপেক্ষা করুন খুব শীঘ্রই প্রবীর ঘোষের 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' গ্রন্থের জবাব 'তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন' নামে প্রকাশ করব ইনশাল্লাহ। সেখানে দাজ্জাল প্রবীর ঘোষের ধর্ম ও আল্লাহ তথা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যত অভিযোগের টু দি পয়েন্ট জবাব পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম
দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
+৯১ ৯১৫৩৯৭৭২৬৩
E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে। (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ। (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন। (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়। (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান। (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ। (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী। (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা। (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান। (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী। (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের। (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন। (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত। (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক। (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (প্রকাশিত)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি। (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)
২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অন লাইন)
২৮) 'তথাকথিত যুক্তিবাদী নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন'

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য। (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]

২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩. হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪. কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায়।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম।
মোবাইল - +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট। মোবাইল - +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম।
মোবাইল - +91 9734201012
(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম।
মোবাইল - +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম।
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে।
মোবাইল - +91 7501879668
(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে।
শিক্ষক দারুল উলুম পাণ্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225
(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395
(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560
(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943
(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,
মোবাইল - +91 9153120353
(১৬) বক্তা বদরুল আলম, শিক্ষক মাদ্রাসা জলিলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জন্ম ঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৮৮ । বীরভূম, শালজোড়, (পশ্চিমবঙ্গ)
শিক্ষা ঃ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী/ ১৯৯২-১৯৯৭) । পরে লোকপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (২০০৮) । এরপর দুমকার সিধু মানহু মুর্মূ ইউনিভার্সিটি থেকে ভূগোলে অনার্সসহ গ্রাজুয়েশন । এরপর হরিয়ানার মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভর্সিটি থেকে বি. এড., (২০১২/২০১৩) ।

শখ ঃ ইসলামিক বিষয়বস্তু, বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এবং ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের উপর পড়াশুনা করা ।